অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহ/২০২৩-২৪ উপলক্ষ্যে উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি'র সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি ঃ আকাশ কুমার কুন্ডু
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।
তারিখ ঃ ০৫/১২/২০২৩ খ্রি.
সময় ঃ বেলা ১১.০০ ঘটিকা।
স্থান ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিস কক্ষ।

সভার উপস্থিতি পরিশিষ্ট "ক" তে দেখানো হলো।

সভাপতি উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভাকার্য শুরু করেন এবং উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সদস্য সচিবকে অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহ/২০২৩-২৪ এর বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য আহ্বান জানান। অতঃপর সদস্য সচিব খাদ্য মন্ত্রনালয়, ঢাকার অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহ সংক্রান্ত ১৪/১১/২০২৩ খ্রি. তারিখের ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০৩.২৩-১৩৫ ও ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০৩.২৩.১৩৬ নং স্মারক পত্রদ্বয় উপস্থাপন করে সভাকে জানান যে, অত্র উপজেলায় অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহের ক্ষেত্রে ২৭০.০০০ মে.টন ধান ও ২৪.০০০ মে.টন সিদ্ধ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পাওয়া গেছে। **প্রতি কেজি ধান ও চালের সংগ্রহ মূল্য যথাক্রমে ৩০/- (ত্রিশ) টাকা ও ৪৪/- (চুয়াল্লিশ) টাকা** এবং সংগ্রহের সময়সীমা ২৩ নভেম্বর/২০২৩ খ্রি. থেকে শুরু হয়ে ২৮/০২/২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত। চালকল মালিকদের সাথে চুক্তির সময়সীমা ২৩/১১/২০২৩ খ্রি. থেকে বৃদ্ধি করে ০৫/১২/২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, কৃষকদের উৎসাহ মূল্য প্রদান, বাজারদর যৌক্তিক পর্যায়ে স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে সরকার কৃষকের নিকট থেকে ধান ক্রয় করে থাকে। নীতিমালা অনুযায়ী একজন কৃষক সর্বনিম্ন ৩ বস্তা অর্থাৎ ১২০ কেজি এবং সর্বোচ্চ ৩.০০০ মে.টন ধান বিক্রি করতে পারবেন। **এক্ষেত্রে সভাপতি বলেন,** সরকারের মূল লক্ষ্য হলো কৃষক যেন ন্যায্য মূল্য পায় তজ্জন্যে সরাসরি কৃষকের নিকট থেকে ধান ক্রয় করতে হবে, কোন ক্রমেই ফড়িয়া বা ব্যবসায়ীর নিকট হতে ধান ক্রয় করা যাবে না। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কৃষকগণ যাতে এলএসডিতে ধান বিক্রয়ে আগ্রহী হয় সেজন্যে উপ সহকারি কৃষি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য কৃষি অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়া চুক্তিযোগ্য মিলারকে যথাসময়ে চাল সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করেন। **এ প্রসঙ্গে কৃষি অফিসার বলেন,** বাজার মূল্য মোটামুটি সংগ্রহের অনুকূলে রয়েছে ফলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

১) বর্তমান আমন সংগ্রহ মৌসুমে একমাত্র চুক্তিযোগ্য মেসার্স জামান রাইস মিলের সত্বাধীকারী মোঃ আসাদুজ্জামান উজ্জল কে অবিলম্বে চুক্তি সম্পাদন করে বিনির্দেশ সম্মত চাল যথাসময়ে এলএসডিতে সরবরাহের জন্য অনুরোধ করা হয়।
২) কৃষকেরা যাতে এলএসডি'তে ধান বিক্রয় করেন সেজন্য ইউনিয়ন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে কৃষকদের উৎসাহিত করতে কৃষি অফিসারকে অনুরোধ করা হয়।
৩) গত কয়েকটি সংগ্রহ মৌসুমে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ধান সংগ্রহের নিমিত্তে কৃষকের আশানুরুপ সাড়া না পাওয়ায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সরকারি স্বার্থে লটারীর পরিবর্তে কৃষি অফিসার প্রদত্ত কৃষক তালিকা অনুযায়ী আগে আসলে আগে ভিত্তিতে ধান ক্রয় করতে হবে।
৪) এলএসডিতে ধান বিক্রয়ার্থে কৃষকের আনিত ধানের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠলে/কৃষকের অভিযোগের প্রেক্ষিতে কৃষি অফিসার ধানের মান যাচাই করে বিধি মোতাবেক পরামর্শ প্রদান করবেন।
৫) সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রার ২৭০.০০০ মে.টন ধান উৎপাদনের উপর ভিত্তিকরে ইউনিয়ন ভিত্তিক বিভাজন করা হলো এবং সে মোতাবেক ধান ক্রয় করা হবে।

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	আবাদী জমির পরিমাণ (হেক্টর)	সংগৃহীতব্য (মে.টন) ধানের পরিমাণ
১	বাহাদুরপুর	২৪৫	১০.০০০
২	মোকারিমপুর	৮৯৫	৩৭.০০০
৩	বাহিরচর	১১২৫	৪৭.০০০
৪	চাঁদগ্রাম	৭৫৫	৩১.০০০
৫	ধরমপুর	১৪৮০	৬১.০০০
৬	জুনিয়াদহ	২০১৫	৮৩.০০০
৭	পৌরসভা	১৭	১.০০০
	সর্বমোট	**৬৫৩২ হেক্টর**	**২৭০.০০০ মে.টন**

৬) জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি'র সিদ্ধান্ত মোতাবেক একজন কৃষক সর্বনিম্ন ৩ বস্তা অর্থাৎ ১২০ কেজি থেকে সর্বোচ্চ ৩.০০০ মে.টন ধান বিক্রয় করতে পারবেন।
৭) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ধান ক্রয়ের বিষয়ে মাইকিং ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে।
৮) জরুরি ভিত্তিতে কৃষক তালিকা সরবরাহের জন্য কৃষি অফিসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কৃষক তালিকায় কৃষকের নাম, ঠিকানা, আবাদী জমির পরিমাণ ও সম্ভাব্য উৎপাদনের পরিমাণ অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে।
৯) সংগৃহীত ধান/চালের মূল্য (WQSC) এর মাধ্যমে কৃষক/মিলারের ব্যাংক হিসাবের বিপরীতে পরিশোধ করা হবে।

১০) ক্রয়কারী কর্মকর্তা কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড/জাতীয় পরিচয় পত্রের ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত কৃষকদের সনাক্ত করবেন। তালিকা বহির্ভূত কোন ম্যধস্বত্বভোগী বা ফড়িয়া ব্যবসায়ীর নিকট থেকে ধান ক্রয় করা যাবে না। অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করে প্রকৃত কৃষকের নিকট থেকে ধান ক্রয় নিশ্চিত করতে হবে।

১১) হাস্কিং মিল মালিকগণ চলতি আমন মৌসুমের ধান থেকে তার নিজ মিলে উৎপাদিত চাল বাছাই ও বিনির্দেশ সম্মত করে গুদামে সরবরাহ করবেন।

১২) কোন কৃষক বিনির্দেশ বহির্ভূত ধান ক্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসলে নিজ খরচ ও ব্যবস্থাপনায় তা বিনির্দেশ সম্মত করে গুদামে সরবরাহ করবেন।

১৩) উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সদস্যবৃন্দ সংগ্রহ কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি করবেন।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

০৫.১২.২০২৩

(আকাশ কুমার কুন্ডু)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
সভাপতি
উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

স্মারক নং-৪৮১(১২)

তারিখ: ০৫/১২/২০২৩ খ্রি.

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।

১। মাননীয় সংসদ সদস্য, কুষ্টিয়া-২, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া, উপদেষ্টা।
২। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কুষ্টিয়া।
৩। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া, সদস্য।
৪। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া, সদস্য।
৫। উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া, সদস্য।
৬। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ভেড়ামারা থানা, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।
৭। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ভেড়ামারা এলএসডি, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।
৮। সভাপতি, উপজেলা চালকল মালিক সমিতি, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া, সদস্য।
৯। জনাব, মোঃ আনোয়ার হোসেন, কৃষক প্রতিনিধি, সদস্য।
১০। চেয়ারম্যান (সকল) .....ইউনিয়ন পরিষদ, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।
১১। উদ্যোক্তা (সকল) .....ইউনিয়ন পরিষদ, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া। (প্রিন্ট করে চেয়ারম্যান সাহেব কে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো)
১২। অফিস কপি।

০৫/১২/২৩
মোঃ মোফাক্কারুল ইসলাম
উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

পরিশিষ্ট "ক"

১। শাহানাজ ফেরদৌসী, অতিরিক্ত কৃষি অফিসার, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।
২। মোঃ মাহামুদুর রহমান, উপজেলা সমবায় অফিসার, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।
৩। এসএম আনছার আলী, মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের প্রতিনিধি, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।
৪। মোঃ আসাদুজ্জামান উজ্জল, মেসার্স জামান রাইস মিল, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।
৫। মোঃ আনোয়ার হোসেন, কৃষক প্রতিনিধি, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।